

# বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২

## গর্ভ থেকে পাঁচ

## ০১-০৭ অক্টোবর

### বুন্ধি-বলে বাড়তে আমায় যত্ন করো আজ

### ক্রোড়পত্র



### মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

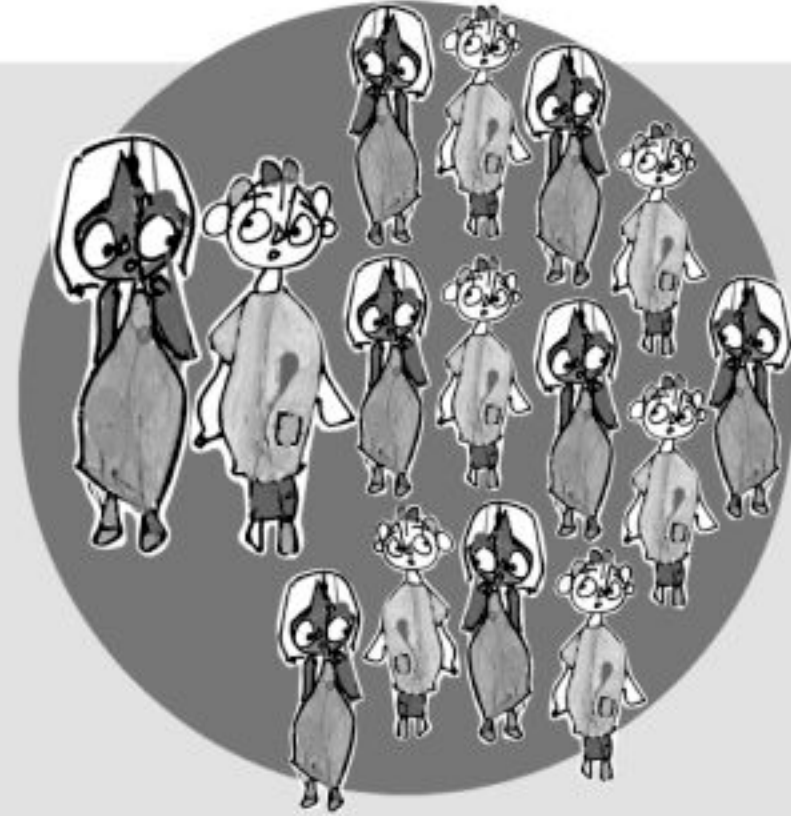
বাণী



রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
ঢাকা।  
১৬ অক্টোবর ১৪১৯  
০১ অক্টোবর ২০১২

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।  
আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই আগামীতে বিশ্ব পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এজন্য তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে আজকের শিশু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্ত চিন্তা-চেষ্টায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনের বিশ্বে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্ব হয়ে উঠবে সুন্দর ও শান্তিময়। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সর্বস্বের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ও শিশু অধিকার সনদে অনুশাসনকারী দেশগুলোর অন্যতম। শিশুদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারও অত্যন্ত আন্তরিক। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটতে হবে। আমি আশা করি শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপনে গৃহীত কর্মসূচি শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশ্বের সকল শিশু নিরাপদে, স্নেহ-মমতায় বেড়ে উঠুক, বিশ্ব শিশু দিবসে এই কামনা করি।  
আমি 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১২' এর সাফল্য কামনা করি।  
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা  
মোঃ জিহুর রহমান



জাতিসংঘ প্রণীত আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুশাসনকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ শিশুর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অস্বীকার্যবদ্ধ। দীর্ঘকালের পরাধীনতার গ্রানি থেকে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে এদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সেই স্বাধীনতার ফলে এদেশের শিশুরা আজ জন্মস্বাধীন।  
যে শিশু জন্মস্বাধীন, নিরাপদে মাতৃভূমিতে পরিপূর্ণ মানুষের অধিকার নিয়ে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে। তবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, দক্ষিণ এশিয়ার এদেশটি ভৌগোলিক দিক থেকে ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যা বিচারে বৃহত্তর। ফলে নানা সমস্যা-সঙ্কট অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলেছি। আশার কথা- অব্যাহত প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের বড় সহায়। সেই সম্পদের সঠিক আহরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদন, ব্যবহার এবং বিপণনে ভবিষ্যতে আমরা অর্থনৈতিক স্বয়ংস্বর জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখি।  
এই স্বপ্ন পূরণে চাই মেধাউজ্জ্বল এক জনগোষ্ঠী। আজকের শিশুদের নিরাপদ পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে লালন করলে আমাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে বলে রাস্ট্র মনে করে।  
সেই লক্ষ্যেই শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি বেসরকারি মানবউন্নয়ন সংগঠনগুলিও নিরন্তর কাজ করে চলেছে।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বাণী



প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
১৬ অক্টোবর ১৪১৯  
০১ অক্টোবর ২০১২

'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২' উদযাপন উপলক্ষে আমি সকল শিশুকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।  
জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ ঘোষণা করে। এর অনেক আগে ১৯৭৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করে তাদেরকে আগামীদিনের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন অত্যন্ত জরুরি। আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসহ সকল সচেতন নাগরিককে শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।  
আমি বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



বাণী



প্রতিমন্ত্রী  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২' উদযাপনের এই শুভক্ষেণে বিশ্বের সকল শিশুকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।  
শিশুরা জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। শিশুদের নিরাপদ বেড়ে ওঠা এবং তাদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানসহ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় যথাযথ গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিশুর সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর দায়িত্ব, বিমোচন, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, দুর্ঘটনাকালীন ও দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে সকল শিশুর সুরক্ষা এ সকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।  
শিশুর জন্মপরবর্তী সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গর্ভ থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিশেষ যত্নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠীরূপে গড়ে তুলতে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানসহ নানামুখী কার্যক্রম অব্যাহত আছে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সকল শিশুর জন্য সমসুযোগ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য।  
আমি এ শুভক্ষেণে সর্বশ্রেষ্ঠ সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। কামনা করি বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সকল শিশু সুস্থ, সুন্দর ও সুরক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠুক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি



## শিশুর প্রতি আরো যত্নশীল হতে হবে

মো. নূরুজ্জামান  
পরিচালক

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।

চিকিৎসাবিজ্ঞান স্পর্ষ করেছ, 'জন্ম অবস্থা থেকে শুরু করে পাঁচ বছর বয়সই হচ্ছে শিশুর শারীরিক, মানসিক তথা মস্তিষ্কগত, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ, মানবজীবনে প্রথম তিন বছর তার মস্তিষ্কের বিকাশ অন্য যে কোনো সময়ের অনুপাতে অধিক দ্রুত এবং ব্যাপকতর হয়ে থাকে। গত কয়েক বছরে এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলার মতো উল্লেখযোগ্য প্রমাণাদি পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা থেকে এও প্রমাণিত হয়েছে যে, শেখার জন্য 'অনেক সুযোগের জানালা' রয়েছে- এবং এসব জানালা এ সময়ের মধ্যে খোলা না হলে জীবনভর শেখার মজবুত ভিত্তি গড়ে নাও উঠতে পারে। ফলে পরবর্তীকালে নতুন কিছু শেখা বা দক্ষতা অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে।  
শিশুর বুদ্ধি ও বিকাশের এক তথ্য থেকে জানা যায়, মাতৃগর্ভে নয়মাস অবস্থানকালে মানবজীবনে নাটকীয় সব পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে শিশু বিকাশের শুরুরূপে মাতৃগর্ভ থেকেই।  
প্রথম ১২ ঘণ্টা গর্ভের অতি ক্ষুদ্র শিশুটির মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, চোখ, হাত-পা আকৃতি লাভ করে। গর্ভস্থলের মাধ্যমে শিশুখাদ্য গ্রহণ করে।  
গর্ভের তৃতীয় মাস থেকে শিশু বাড়তে থাকে এবং পরিপক্ব হতে থাকে। এ সময় থেকে সে নড়াচড়া এবং কানে শুনতে শুরু করে।  
অধুনা বিজ্ঞান এমন তথ্যও দিয়েছে যে, শিশু গর্ভে পাঁচমাস বয়স থেকেই বাইরের গানের সুর, কান্না, হাসির শব্দ, আনন্দউচ্চাসের ধ্বনি শুনতে পায়, ফলে জন্মের পর সেইসব পরিচিত ধ্বনি অনুরণিত হলে কান সজাগ হয়ে যায় এবং মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে।  
শিশু সহায়ক দক্ষতা এবং প্রেরণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শেখার ক্ষেত্রে তাই নবজাত শিশু সক্রিয়। জন্মের পর থেকে সে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে শিখতে ও জানতে শুরু করে। এ সময় থেকেই সে কঠোর আকৃতি হতে পারে। স্বাদ ও স্পর্শ নিয়ে পাবে। রঙিন জিনিস, ফুল, পশু-পাখি ইত্যাদির প্রতি অগ্রহণ ও আনন্দিত হয়ে ওঠে।  
সে তাপ, স্পর্শ, ব্যথা অনুভব করতে পারে এবং কঠোর ও মুখমণ্ডল দেখে চিনতে পারে।  
বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মায়ের সাথে সম্পর্ক তার গর্ভে প্রথম মুহূর্ত থেকেই, আর জন্মের পর বাবা, ভাইবোন, নিকটজনদের সে আপন ভেবে নেয় স্বাভাবিক নিয়মেই।  
শিশু কথা বলতে পারার আগেই ভাষা বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে তার প্রথম বছরটি গুরুত্বপূর্ণ। কথা শুনেন শুনেন সে কথা বলতে শেখে। হাসির কথায় মজার কথায় যেমন সে হেসে ওঠে, তেমনি ধমক, রাগাণুগি, কান্না ইত্যাদি শুনলে সে দেখে কেঁদে ওঠে।  
শিশুর গর্ভ থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত যে জীবনচক্র- এটাই তার জীবনকে পরবর্তী সময়ে আলাদা বা আঁধারে ভরিয়ে তোলে। যদি সে মাতৃগর্ভ থেকে এ সময় পর্যন্ত সেবা পায়, ভালোবাসা পায়, স্নেহ-মমতা, পুষ্টি, নিরাপত্তা ইত্যাদি পায় তবে সে হয়ে উঠতে পারে মানসিকগুণসম্পন্ন, মেধাশীল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং স্বর্ভর আত্মিক মানুষ।  
শিশুর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক সনাতনমত। এজন্য গর্ভে থাকাকালে তার মাকে যদি অবহেলা করা হয়, কষ্ট দেওয়া হয়, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীন রাখা হয় তাহলে শিশুর জীবনেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরবর্তী জীবনেও সেই রেশ থেকে যায়।  
আসুন, আমরা শিশুর বিকাশে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করি। গর্ভ থেকেই তার প্রতি যত্নশীল হই।  
গর্ভস্থায়ী হাঙ্গামা মা, সুখী মা, সেবাপ্রাণী মা, উচ্ছল-স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, নিরাপদ, নিশ্চিত মা মানেই সুন্দর শিশু। এভাবেই শিশুর জীবনের পাঁচটি বছর নির্বিকল, নিরাপদ রাখতে পারলে সে শিশুই হবে আগামীদিনের সুশিক্ষিত, মানবিক, সফলশীল, উদার এবং গুণে-জ্ঞানে-বোধে-বিশ্বাসে-দেশপ্রেমে শ্রেষ্ঠ মানুষ।  
সর্বশেষে আবারও বলব, 'গর্ভ থেকে পাঁচ, বুদ্ধি-বলে বাড়তে আমায় যত্ন করো আজ'।  
এই বার্তা অনাগত শিশুর পৃথিবীতে পদার্থের আগাম বাণী যেন। আমরা তার সেই দাবিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলেই বিশ্ব হবে ভবিষ্যতের উৎকর্ষময় নিরাপদ আবাস।



বাণী



সচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২ উদযাপন উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।  
শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ ও জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়নের কারিগর। তাই প্রতিটি শিশুকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। শিশুদের সার্বিক কল্যাণে প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিশুনীতি। এই শিশুনীতির পাশাপাশি শিশু আইন, বাল্যবিবাহ নিষেধ আইন এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন রয়েছে। শিশুদের কল্যাণে নানা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এ সকল কাজে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে।  
বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে আমরাও আজ বিশ্ব প্রচেষ্টার অংশীদার। শিশুরা যাতে বৈষম্যের শিকার না হয়, তারা যেন বেঁচে থাকার অধিকার, পূর্ণ মাত্রায় বিকাশের অধিকার, পরিবারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্বের সুযোগ পায় এবং নির্ভাতন ও শোষণ থেকে নিরাপদ থাকে শিশু অধিকার সনদের সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।  
বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২ পালনের মাধ্যমে প্রতি বছর সারা বিশ্বের মানুষ শিশুদের অধিকার ও বিকাশের সকল সুযোগ নিশ্চিত করার দৃষ্ট শপথ উচ্চারণ করে। এই শুভক্ষেণে আমি প্রত্যেক শিশুর নিরাপদ জীবন ও উন্নত ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

তারিক-উল-ইসলাম



শুভেচ্ছা-কথা



চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২' উপলক্ষে সকল শিশুকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।  
শিশুরা ভোরের সূর্য। রাতের আঁধার শেষে ভোরের আলোয় জগৎ ভরে ওঠে। তেমনি একটি শিশুও জন্ম নেয় অপর সম্ভাবনা নিয়ে। বিশ্বজুড়ে যে কল্যাণময় সৃষ্টিযজ্ঞ- তার মূলে মানুষ। আজকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, কবি-সাহিত্যিক- এঁরা একদিন শিশুই ছিলেন।  
জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে অনুশাসনকারী প্রথম ২২ দেশের অন্যতম বাংলাদেশ শিশুর কল্যাণে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অস্বীকার্যবদ্ধ। গুরুত্বপূর্ণ এ সনদের গর্ভিত অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ শিশুদের আলােকিত কল্যাণমুখী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করে আসছে।  
শিশুদের বিকশিত করার দায়িত্ব যেমন মা-বাবার, তেমনি রাষ্ট্রেরও। জাতিসংঘ প্রণীত শিশু অধিকার সনদের আলোকে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের যে অব্যাহত কর্মভাবনা- তাতে ভূমিষ্ঠ শিশুর নির্বিঘ্ন বেড়ে ওঠার বিষয়টিই মুখ্য বলে মনে করা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি যে, মাতৃগর্ভে আসার পর থেকে শুরু করে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মানসিক গঠন ও বাহ্যের প্রকটকাল। তাই শেখার, জানার এবং বিকাশের জন্য এ সময়টা অত্যন্ত মূল্যবান। আর এজন্য অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১২-এর প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে- 'গর্ভ থেকে পাঁচ, বুদ্ধি-বলে বাড়তে আমায় যত্ন করো আজ'। প্রতিপাদ্যটি আমাদের জন্য অত্যন্ত সমসুযোগী ও ইঙ্গিতবাহী। আমরা এ ব্যাপারটি মাথায় নিয়েই শিশুর প্রতি আরো যত্নবান হবো। তাতে করে মেধাশীল-সৃষ্টিশীল নতুন প্রজন্ম গড়ে ওঠা সম্ভব হবে।  
আগামী প্রজন্মের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আজকের শিশুকে সযত্নে বেড়ে ওঠার মানবিক অধিকার আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।  
যাবতীয় প্রতিবন্ধিতাকে অতিক্রম করে শিশুদের জন্য গৃহীত নানারূপ কল্যাণমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সফল করতে আমরা বন্ধপরিকর। কারণ আমরা শিশুদের ভালোবাসি, আমরা দেখতে চাই উজ্জল হাসিমুখী মুখ। এজন্য শিশুর বিকাশ ও অধিকার আদায় আমাদেরকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।  
আজকের এই শুভদিনে আমাদের অধিকার, শিশুর মেধা ও মননের বিকাশসাধনে এবং শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে আমাদের প্রয়াস থাকবে নিরন্তর।  
এ দিবস উদযাপন উপলক্ষে সারা বিশ্বের শিশুদের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা। প্রত্যাশা করি আলোয় আলোয় ভরে ওঠা শিশুবান্দব সোনার বাংলা, শান্তিময় বিশ্ব।

শেখ আব্দুল আহাদ



## Message Representative UNICEF-Bangladesh

This year's theme for the Child Rights Week, 2012 is "from conception to five years, children need special and quality care". By selecting this theme, the Government of Bangladesh has indicated the importance that it has attached to this issue. Bangladesh has achieved commendable progress in the field of early childhood care and development in terms of policy and programmes. The government has already introduced child development interventions targeting early years such as day-care centres, early learning centres, pre-schools throughout relevant government agencies, including the Directorate of Social Services, Department of Women Affairs, Directorate of Prisons and the Directorate of Primary Education. 8,700 early learning centres and pre-schools have been set-up across the country resulting in nearly 8 lakhs pre-school graduates. Early childhood development has been incorporated in the curriculum of medical colleges; in the training of front line workers of the health and family planning department. Early Learning and Development Standards (ELDS) have been drafted and under validation now by competent agencies. Another significant development is the inclusion of a preschool strategy as integral part of the Third Primary Education Development Programme (PEDP3).  
Registration of births is a universal right of children. The birth registration rate for children aged under-five increased from 9.8 per cent in 2006 to 53.6 per cent in 2009, a very significant achievement that makes the goal of universal birth registration a real possibility in the near future.  
Exclusive breastfeeding rate for children under six months of age increased from 34% to 64% during the last five years after a stagnation period of one and a half decade. More than 90% children under 5 years of age are receiving vitamin A supplementation and deworming tablets every six months. No polio case has been reported in last six years. 80% children are being fully vaccinated by 12 months of age against 8 infectious diseases. The latest estimates on child mortality generated by the UN Inter-agency Group on Child Mortality were released on 13 September 2012. These estimates show that the mortality rate of children aged 0 to 5 years was 46 per 1,000 live births in 2011, which means that Bangladesh has achieved the Millennium Development Goal for Child Survival. This is a remarkable achievement. Bangladesh has been widely acclaimed by the international community for its continuous success in addressing the issues of child and maternal mortality and has been awarded with the UN Millennium Award 2010 as recognition of its achievement. An expanded cadre of community health workers, the expansion of behavior change and women's empowerment programs, maternal education and poverty reduction strategies, have all been key contributing factors.  
Additional gains in early childhood care and development will hinge on further reductions of deprivations and disparities. In Bangladesh, 2009 household survey data indicate that the under-five mortality rate in slums is 79 per cent higher than the overall urban rate and 44 per cent higher than the rural rate. Recent evidence show that an equity-focused set of strategies which prioritize quality health care and nutrition for the poorest and most deprived children are not only just and equitable, but are also technically feasible and can save many more lives for every US\$1 million expended.  
In Bangladesh, 43% of under five children are stunted, a condition that reflect chronic deficiency in nutrition during the first 1,000 days of a child's life - from conception, through pregnancy, to the age of two. Slow growth during this period is irreversible. A stunted five-year old is inches shorter than he or she could have been. But it is not simply an issue of height. Chronic malnutrition makes a child more vulnerable to disease. A stunted child is five times more likely to die from diarrhea than a non-stunted child. Most importantly, a stunted child will never reach his or her full cognitive capacity - unable to learn as much nor earn as much throughout life.  
Combating stunting is one of the most cost-effective investments a country can make. The science is clear and the returns are high. It is time to recognize nutritional status not just as a marker of progress but as importantly as a maker of progress - and a key to more sustainable development. The Scaling Up Nutrition (SUN) Movement, of which Bangladesh is an initiating partner, provides an important window of opportunity to galvanize and mobilize all stakeholders to come together and commit to achieving some ambitious but realistic nutrition targets.  
As always, UNICEF will work for the children of Bangladesh and around the world to make sure that they reach their full potential and have a brighter future.  
I wish every success for Child Rights Week, 2012.

Dr. Pascal Villeneuve